ভোরের কাগজ

NOV. 25 2001

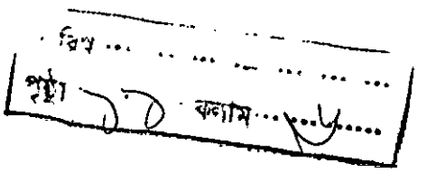

২ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় পেশাজীবীদের নিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী সভা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সাংসদদের অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক হত্যাসহ চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন ইস্যুতে শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। শিক্ষক নেতারা বলেছেন, দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য একটি অংশের সন্ত্রাসকে আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং বিকশিত করার কারণেই আজ শিক্ষকদের জীবন চরম নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ এবং সংসদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্যদের প্রধান করে থানা ভিত্তিক 'শিক্ষা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেন সরকারকে।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্বার উল্লেখ করে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ কবে নাগাদ এই বর্ধিত বেতন পাওয়া যাবে, তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কমিশন এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পিএসসির ন্যায় স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে বলা হয়, বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম কারো কারণে স্থগিত বা বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ কোনো অবস্থাতেই তাদের ক্ষমা করবে না।

ফেডারেশন জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের কারণে যে সকল শিক্ষক নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে, আহতদের আশু রোগমুক্তি কামনায় এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের দাবিতে আগামী ২ ডিসেম্বর সারা দেশে সকল জেলায় পেশাজীবীদের নিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ সভার আয়োজন করা হবে।